যুগান্তর

তারিখ ...30 [illegible] 2013

[illegible]

রাজনৈতিক অস্থিরতায় পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে অনিশ্চয়তা

মুশতাক আহমদ

রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে পড়েছে নতুন বছরের বই বিতরণ কার্যক্রম। ইতিমধ্যে বিনামূল্যের ওই পাঠ্যবই মুদ্রণ, সরবরাহ ও পরিবহন প্রক্রিয়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। একদিকে ছাপা কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে না। অন্যদিকে বই যতটুকু ছাপা হচ্ছে, হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে তা আবার স্থানীয় পর্যায়ে পাঠানোও যাচ্ছে না। এসব বই প্রকাশকারী সরকারি সংগঠন জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি)

অনিশ্চয়তা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

অনিশ্চয়তা : পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের আশংকা, যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে বিপুলসংখ্যক বই পাঠানো সম্ভব হবে না। সে অবস্থায়, পূর্ণ সেট বই ছাড়াই শুরু করতে হবে নতুন শিক্ষাবছর।

ওদিকে রাজনৈতিক ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর প্রকাশক নিম্নমানের বই ছেপে সরবরাহ করছে। যে কটি উপজেলায় ইতিমধ্যে বই পৌঁছেছে, তার কয়েকটি থেকে এ অভিযোগ এসেছে এনসিটিবিতে। জানা গেছে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ডাকাতি করা হচ্ছে কাগজের ক্ষেত্রে। অর্থ সাশ্রয় এবং সরকারি কাগজ চুরির লক্ষ্যে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপানো হচ্ছে। এর বাইরে ছাপা, মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জাও নিম্নমানের ছাপ স্পষ্ট। সূত্র জানায়, বইয়ের সার্বিক মানের বিষয়টি দেখভালের জন্য তারা বাণিজ্যসহ দুটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেন। এর বাইরে এনসিটিবির নিজস্ব কমিটিও রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বাইরা রহস্যজনক কারণে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছেন।

নতুন শিক্ষাবর্ষের এবার সর্বমোট ২৯ কোটি ৭৪ লাখ ৭৩ হাজার ৩৮৬ কপি পাঠ্যবই বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিকুর রহমান জানান, এর মধ্যে এ পর্যন্ত তারা প্রায় ৭৩ ভাগ বই সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ১ জানুয়ারির আগে অবশ্য বাকি বই সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। অবশ্য তিনি এও বলেন, যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা বিশেষ করে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি থাকে আর যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে ফলাফল বিপরীত হতে পারে।

জানা গেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার বাইরে সরকারি বই ছাপা-বাঁধাই কাজে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নোট-গাইড। এ ধরনের বই ছাপা, বাঁধাই ও পরিবহনে বেশি অর্থ পরিশোধ করা হয়। সে তুলনায় সরকারি বইয়ে অর্থ কম। আর এ কারণে শ্রমিক আর প্রেস-বাঁধাই মালিকরা নোট-গাইডের প্রতি বেশি আগ্রহী।

এবার বই ছাপার কার্যাদেশ প্রদানে দারুণভাবে সিন্ডিকেটকরণ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামে লেখা কবিতা বাদ দিয়ে বই ছাপানো, সরকারি কাগজ চুরি করে তাতে কিন্ডারগার্টেনের বই ছাপানো, ছাপা কাজ নিয়ে নানা অপকর্মের কারণে লাখ লাখ টাকা জরিমানা দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'সরকার গ্রুপ'র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কোটি কোটি বই ছাপার কাজ দেয়া হয়েছে। ব্যাকরণ-রচনা বইয়ের ৪৯ লটের কাজের মধ্যে ৩৯ লটই দেয়া হয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের একটি সংস্থাকে। নিম্নমানের কাজ দিয়ে তারা ওই বই সরবরাহ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই সংস্থাটি এর বাইরে সিন্ডিকেট করে প্রাথমিকসহ অন্যান্য সেক্টরের কাজও বাগিয়ে নেয়। অভিযোগ রয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে যেসব বই দেরিতে সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে, তার বেশির ভাগই দিয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এরপরও রহস্যজনক কারণে তাদের কাজ দিয়ে যাচ্ছে এনসিটিবি। আশংকা করা হচ্ছে, এ প্রতিষ্ঠানটি এবারও সব বই সরবরাহ না করে নাশকতা করতে পারে।

প্রাথমিকের বইয়ের ক্ষেত্রে এবার সবচেয়ে বড় সিন্ডিকেট হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ দেশীয় প্রমা, আনন্দ, সরকার গ্রুপ আর বলেশ্বরী প্রকাশনী প্রায় ৮৫ ভাগ কাজ বাগিয়ে নেয়। বাকি কাজ পায় ছোট ছোট কিছু প্রতিষ্ঠান। জানা গেছে, কারও গত ১৩ নভেম্বর আবার কারও গত ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সব বই উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে সরবরাহের কথা ছিল। কিন্তু গুক্রবার পর্যন্ত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউই শতভাগ বই সরবরাহ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে অবশ্য কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই সরবরাহের অনুমতি চেয়ে এনসিটিবিতে আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। প্রকাশকদের একটি সূত্র জানায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই দিতে না পারলেও তাদের টেনশন নেই। কেননা, শেষ সময়ের পরও ২৮ দিন থাকে জরিমানা দিয়ে বই সরবরাহ করার। বই আটকে রেখে এখন তারা ওই সুযোগটিই নিচ্ছেন।

মাদ্রাসা বইয়ের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরে দু'তিনটি প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেট করছে। জানা গেছে, ওই সব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবাই বিশেষ করে 'আ' আদ্যাক্ষরের প্রতিষ্ঠানটি নিম্নমানের কাগজে বই সরবরাহ করে গত বছর। বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করে থাকে এনসিটিবি। এ বছরও ওই একই পথে হাঁটছে প্রতিষ্ঠানটি।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, প্রায় ৩০ কোটি বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের ১০ কোটি বইয়ের উন্নতমানের কাগজ সরবরাহ করে এনসিটিবি। গ্রামার-ব্যাকরণ, ইবতেদায়ী-দাখিল ও প্রাথমিকের বইসহ বাকি ২০ কোটি বইয়ের ছাপার কাজ কাগজসহ কার্যাদেশ দেয়া হয়। এর মধ্যে উন্নতমানের কাগজ লোপাট করে নিম্নমানের কাগজে আর অর্থ বাঁচাতে বাকি বই নিম্নমানের কাগজে ছাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক আফম শাহ আলম যুগান্তরকে জানান, হরতাল ও অবরোধের কারণে বই সরবরাহের কাজে তারা প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছেন। বিগত ৪ দিন তারা কোনো ট্রাক ছাড়তে পারেননি ঢাকার বাইরের উদ্দেশে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে একদিকে যেমন ট্রাক রাস্তায় আটকে থাকায় বাড়তি পরিবহন ভাড়া গুনতে হচ্ছে, অন্যদিকে একসঙ্গে বেশি ট্রাক ভাড়া করতে গিয়ে রেটও বেড়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, নতুন পাঠ্যবই বিতরণে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সমন্বয় করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে যেখানে কর্মকর্তা ছিল না, সেখানে কর্মকর্তা দেয়া হয়েছে। কোথাও সহকারী কর্মকর্তাদের ভারপ্রাপ্ত করা হয়েছে, আর যেখানে একেবারেই শূন্য ছিল, সেখানে অন্য উপজেলা থেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, বই বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলি আর ছুটি বাতিল করা হয়েছে।